JUN 05 2002

পড়াতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে অর্ধেক সিলেবাস সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। কারণ বর্তমান নিয়ম-নীতিতে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অধ্যায় বিশদভাবে না পড়লে ১০০% প্রশ্নের উত্তর লেখা সম্ভব নয়। কোনো অধ্যায় বাদ দিয়ে পড়ার কোনো সুযোগ বর্তমানে নেই। ফলে সম্পূর্ণ সিলেবাস ভালোভাবে আয়ত্ত করতে গেলে অবশ্যই গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন। কম খরচে এই প্রয়োজন মেটাতে ব্যাচে পড়ার কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে ব্যাচে পড়ার তিন ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান–

(১) স্কুল বা কলেজের শিক্ষক/ শিক্ষিকা তাঁর নিজের বাসায়;

(২) স্কুল বা কলেজের শিক্ষক নন এমন কেউ নিজের বাসায়;

(৩) যৌথভাবে কোচিং সেন্টার খুলে।

এখন কর্তৃপক্ষ যদি কোচিং সেন্টার বন্ধ করতেই চান, তবে কোন্ ধরনের কোচিং ব্যবস্থা বন্ধ করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা পয়োজন, যাতে ছাত্র-শিক্ষক কেউ হয়রানির শিকার না হন।

আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ যে বেতন পান, তাতে তাঁদের সংসার চলে ঠিকই, কিন্তু সচ্ছলতা থাকে না। তাই তাদের কেউ কেউ প্রাইভেট পড়ান। প্রাইভেট পড়ানো একেবারে বন্ধ করে দিলে বাধ্য হয়ে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা তাদের খুঁজতে হবে। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে কোচিং সেন্টার বন্ধ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে তা ব্যাহত হবে। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একটি প্রস্তাব রয়েছে। এতে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক প্রত্যেকেরই স্বার্থ সমুন্নত থাকবে এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে ও শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা আসবে। প্রস্তাবটি হলোঃ কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। কোনো প্রতিষ্ঠানে যে বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা রেজাল্ট খারাপ করবে সেই বিষয় শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতিরিক্ত খারাপ করলে সেই বিষয়-শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

লিংকেন,
দাণ্ডড়িয়া, ঈশ্বরদী,
পাবনা।

কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে

পত্রিকান্তরে জানা যায়, শীঘ্রই কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করা হবে। এ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে তুলে ধরতেই এ চিঠির অবতারণা।

কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে যে সব যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে, তা অত্যন্ত সময়োচিত। কিন্তু ঢালাওভাবে কোচিং সেন্টার বন্ধ করা কতটুকু যুক্তিসম্মত, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষিত মেধাবী তরুণ-তরুণীদের অধিকাংশই শিক্ষকতা পেশায় যেতে আগ্রহী নয়। বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভালো চাকরি না পেয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউ কেউ শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেয়। কিন্তু তারা মফস্বলে বা গ্রামে যেতে চায় না। এদিকে দেশের অধিকাংশ স্কুল ও কলেজে অভিজ্ঞ শিক্ষকের খুবই অভাব। আবার শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকায়ন করার জন্য সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণও কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। যেমন নবম-দশম শ্রেণীর গণিত, উচ্চতর-গণিত, ইরেজী ও বিজ্ঞান বিষয়ে এ ধরনের সমস্যা বেশী দেখা যাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়সমূহের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমস্যা বিদ্যমান। আর ওই সমস্যা মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলে প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছ থেকে যথাযথ সহায়তা না পাওয়ায়, অন্য প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষক কিংবা যাঁরা কোনো স্কুল বা কলেজের শিক্ষক নন, এমন ব্যক্তিদের কাছে ব্যাচে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থায় কোচিং ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে দিলে ওইসব ছাত্র-ছাত্রী বেশ সমস্যায় পড়বে।

তাছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীর বিষয়সমূহ যেমন পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা ইত্যাদির সিলেবাস এত দীর্ঘ যে, ক্লাসে বিস্তারিত